অতিপ্রাকৃত / মনস্তাত্ত্বিক — দ্বন্দ্বে রবীন্দ্র ছোটগল্প

ড. স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত রবীন্দ্রছোটগল্পে অতিপ্রাকৃত ছোটগল্প একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ভৌতিক মানসিকতার মনোবিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা — "the spot in the brain that will show itself out." তাকে তিনি বিন্দুমাত্র অতিক্রম না করেই অতিপ্রাকৃত নামধারী ছোটগল্পগুলিতে অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি সঞ্চারিত করেছেন। রবীন্দ্র ছোটগল্পের মধ্যে কঙ্কাল, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা এই চারটি গল্পকে মূলত অতিপ্রাকৃত পর্যায়ে রাখা হয়। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় অতিপ্রাকৃত বলে অভিহিত এই গল্পগুলি প্রকৃত পক্ষে অতিপ্রাকৃত পটভূমিতে রচিত উচ্চপর্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক গল্প। প্রমথ নাথ বিশী তাঁর "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে" গ্রন্থে বলেছেন —

"অতিপ্রাকৃত একটি বিশেষ রস। তাহাতে রোমাঞ্চ হইবে, গা শিরশির করিয়া উঠিবে, পিছনে তাকাইতে ভয় হইবে অথচ লোভ সংবরণ করাও যাইবে না। তার গল্প পড়া শেষ হইয়া গেলে অন্ধকার ঘরে একাকী প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রাকৃত ছোটগল্পে এ ধরণের ভৌতিক গল্প লেখেন নি। মানুষের মনের গভীরে অবচেতনে যে চিন্তা ভাবনা কাজ করে তাকে ভর করেই ছোটগল্পগুলি রচিত হয়েছে। এই পর্যায়ের প্রতিটি ছোটগল্পেই দেখা যায় গল্পটি একজনের মুখে কথিত অন্য জনের দ্বারা শ্রুত। এই কথক বা গল্প সৃষ্টিকারী ব্যক্তি কী কবির চিত্তের নিয়ামক সেই অন্তর্যামী নন, যার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন —

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।"

'কঙ্কাল' গল্পটি গল্পগুচ্ছের প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প। আসলে এটি একটি মৃত রমনীর আত্মকথা। জীবনের প্রতি ভালবাসায় আকুল এক নারীর মর্মবেদনা। রবীন্দ্রনাথ গল্পটির চারপাশে এক রোমাঞ্চকর রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। রাত্রি বারোটা, একাকী একটি ঘরে এক যুবকের অনভ্যস্ত শয়ন, ঘরের রাখা একমাত্র সেজবাতিটির নিভে যাওয়া, পরিচিতি কয়েকটি মৃত্যুর কথা মনে পড়া এবং সর্বোপরি ছোটবেলাকার নরকঙ্কালটির কথা মনে পড়া। কারণ সে বলেছে —

"তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।"